BHĀGAVATA VICĀRA

Śrīmad-bhāgavatam pramāṇam amalam

ভাগবত-বিচার পাঠ-সহায়িকা

bhagavata.vicara@gmail.com

ক্লাসের অডিও ডাউনলোড করুনঃ

audio.iskcondesiretree.com > More >

Bhagavata Vicara - Bengali

Personal Study Note of

Padmamukha Nimāi Dāsa

mayapurinstitute.org

Search & Connect with us online…

৩য় স্কন্ধ ১ম অধ্যায় – বিদুরের প্রশ্ন

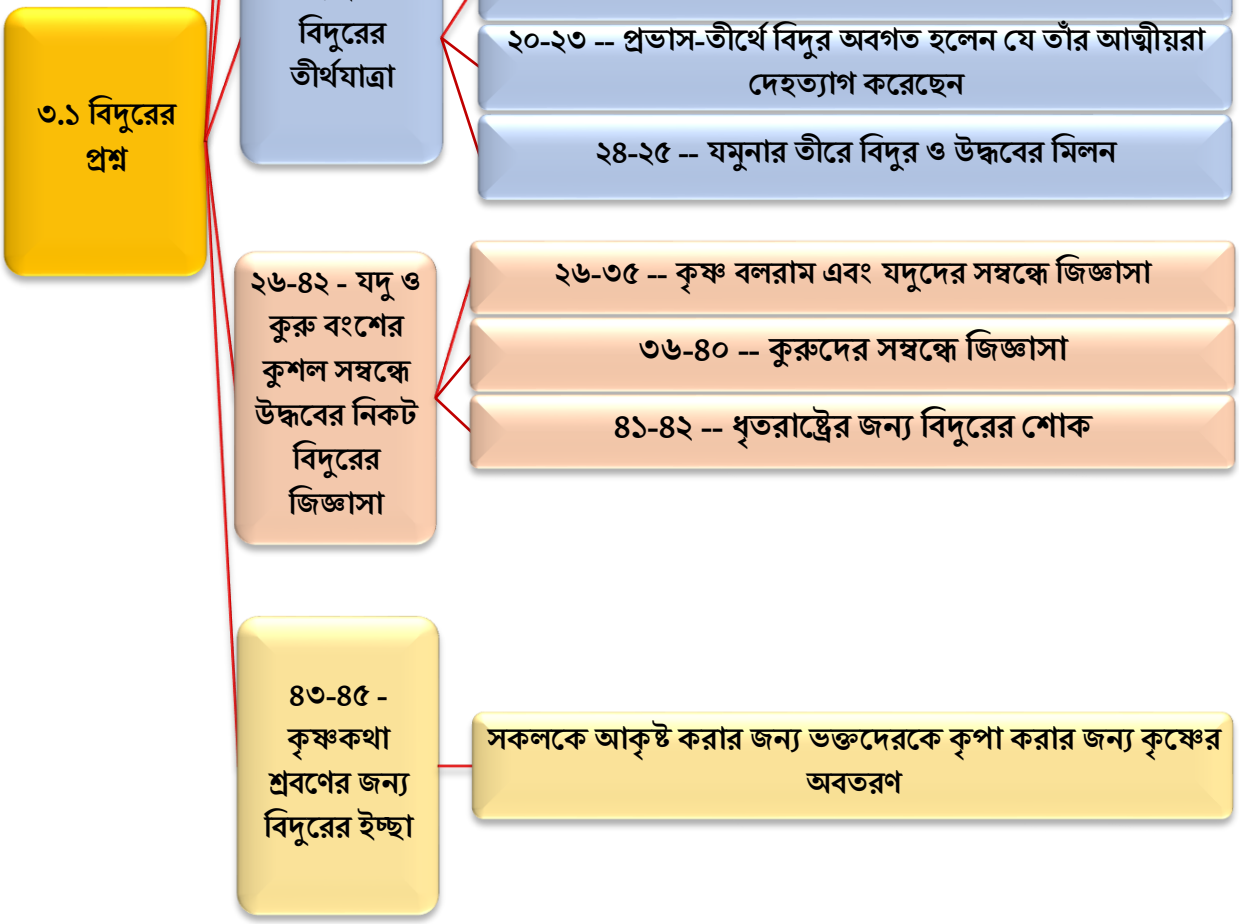

তৃতীয় স্কন্ধের বিষয় – সৃষ্টি

- তেত্রিশটি অধ্যায়।
  - বিদুর-উদ্ধব সংবাদ – ৪ টি অধ্যায় (১-৪)
  - বিসর্গের সাথে সৃষ্টি-বিধি – ৮ টি অধ্যায় (৫-১২)
  - বরাহদেবের লীলা – ৭ টি অধ্যায় (১৩-১৯)
  - বিসর্গের সংক্ষেপ – ১ টি অধ্যায় (২০)
  - কপিলদেবের আবির্ভাব – ৪ টি অধ্যায় (২১-২৪)
  - কপিল-দেবহূতি সংবাদ – ৯ টি অধ্যায় (২৫-৩৩)

- **দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্কন্ধের সঙ্গতি** – পূর্বে দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে রাজা পরীক্ষিতের বহু প্রশ্নের মধ্যে দুই তিনটির উত্তর প্রদান করে মহামুনি শুকদেব মনে মনে এরূপ চিন্তা করলেন — "সম্প্রতি রাজা আমাকে যেভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন, সেভাবে পূর্বে বিদুরও মৈত্রেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। অতএব আমি এই প্রস্তাবিত বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদের দ্বারা সকল প্রশ্নের উত্তর দেব।" এভাবে চিন্তা করে বললেন — 'এবমেতৎ' অর্থাৎ তুমি যা জিজ্ঞাসা করছ, পূর্বকালে বিদুর ঠিক এরূপ প্রশ্নই মৈত্রেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।[1]

১-৫ বিদুরের গৃহত্যাগ এবং পরীক্ষিৎ মহারাজের জিজ্ঞাসা

১-২ – বিদুরের গৃহত্যাগ সম্বন্ধে শুকদেব গোস্বামীর উক্তি

৩.১.১ — শ্রীশুক উবাচ – মৈত্রেয়ের নিকট বিদুরের প্রশ্ন –

শ্রী শুকদেব গোস্বামী বললেন- মহান ভগবদ্ভক্ত বিদুর তাঁর সমৃদ্ধিশালী গৃহ ত্যাগপূর্বক বনে প্রবেশ করে ভগবৎ কৃপামূর্তি ঋষি মৈত্রেয়কে এই প্রশ্ন করেছিলেন।

৩.১.২ — পাণ্ডবদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি এবং দুর্যোধনকে অবহেলা –

পাণ্ডবদের গৃহের কথা আর কি বলার আছে ? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মন্ত্রীর কার্য করেছিলেন। তিনি তাঁদের গৃহকে নিজের মতো বলে মনে করে সেখানে প্রবেশ করতেন, এবং তিনি দুর্যোধনের প্রাসাদ সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

- **গৌড়ীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব দর্শন অনুসারে, যাকিছু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টিবিধান করে, তাও শ্রীকৃষ্ণ।**
  - যেমন, শ্রীবৃন্দাবন ধাম শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন (তদ্ধাম বৃন্দাবনম্)।
  - তাই পাণ্ডবদের গৃহ ছিল বৃন্দাবনেরই মত, এবং বিদুরের সেই অপ্রাকৃত আনন্দময় স্থান পরিত্যাগ করা উচিত ছিল না।
  - **তাহলে বিদুর কেন সেই গৃহ ত্যাগ করলেন ?** তিনি মৈত্রেয় ঋষির সাথে সাক্ষাৎ করে দিব্যজ্ঞান আলোচনা করার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

- **বৈষয়িক অশান্তি –**

  এই প্রকার অশান্তি কখনও কখনও পারমার্থিক উপলব্ধির অনুকূল হয়। বিদুর সেই পারিবারিক অশান্তির সুযোগ নিয়েছিলেন।

---

[1] **দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্কন্ধের অনুসঙ্গতি** – ২য় স্কন্ধের শেষভাগে (২.১০.৪৭) শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট পাদ্ম কল্পের কথা বর্ণনা করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শৌনক ঋষি বিদুরের গৃহত্যাগ, তীর্থযাত্রা এবং মৈত্রেয় ঋষির সাথে সংবাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন (২.১০.৪৮-৫০), যা তারা ১.১৩.১ শ্লোকে শ্রবণ করেছিলেন। তাই সূত গোস্বামী শুকদেব গোস্বামীর দ্বারা পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বর্ণিত এই বিষয় উদ্ধৃত করে শৌণক ঋষির প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

৩-৪ – বিদুর মৈত্রেয় সংবাদ সম্বন্ধে পরীক্ষিতের প্রশ্ন

📖 ৩.১.৩ — পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্ন – বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ বর্ণনা করুন –

শুকদেব গোস্বামীকে মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন — কোথায় এবং কখন মহাত্মা বিদুরের সঙ্গে মহাভাগবত মৈত্রেয় ঋষির সাক্ষাৎ হয়েছিল, এবং তাঁদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছিল ? হে প্রভু, দয়া করে আপনি তা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

📖 ৩.১.৪[2] — মহাত্মা বিদুরের মাহাত্ম্যপূর্ণ প্রশ্ন –

মহাত্মা বিদুর ছিলেন ভগবানের একজন মহান শুদ্ধ ভক্ত এবং তাই ভগবৎ কৃপামূর্তি ঋষি মৈত্রেয়ের কাছে তাঁর প্রশ্নগুলি ছিল অবশ্যই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, সর্বোচ্চ স্তরের এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক অনুমোদিত।

তাৎপর্য বিচার

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তরের মান অনুমান করা যায় সেই ব্যক্তির যোগ্যতা অনুসারে।

✍ ভগবদগীতা –

শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের মধ্যে আলোচনা।

- **শ্রীকৃষ্ণ** – পরমেশ্বর ভগবান; **অর্জুন** – শ্রেষ্ঠ ভক্ত।
- তাই সেই আলোচনার বিষয় ছিল ভক্তিযোগ। এই ভক্তিযোগই হচ্ছে গীতার ভিত্তি।

✍ কর্ম ও কর্মযোগের পার্থক্য

কর্ম	কর্মযোগ
ফলভোগের নিমিত্ত অনুষ্ঠানকারীর নিয়ন্ত্রিত কর্ম	ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য ভক্তের কার্যকলাপ
এর ভিত্তি হচ্ছে অনুষ্ঠানকারীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধন	এর ভিত্তি হচ্ছে ভক্তি

📖 ৩.১.৫ — শ্রীসূত গোস্বামীর উক্তি –

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন — মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। রাজা কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে, তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "অনুগ্রহ করে মনোযোগ সহকারে সেই বিষয়ে শ্রবণ করুন।"

৬-১৬ - বিদুরের হস্তিনাপুর পরিত্যাগের পটভূমি

৬-৯ – ধৃতরাষ্ট্র এবং তার অসৎ পুত্রদের পাপকর্মসমূহ

📖 ৩.১.৬ — জতুগৃহে দগ্ধ করার চেষ্টা –

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন — রাজা ধৃতরাষ্ট্র তার অসৎ পুত্রদের পাপবাসনা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অন্তর্দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছিল এবং তার ফলে সে তার পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডবদের জতুগৃহে প্রবেশ করিয়ে দগ্ধ করতে উদ্যত হয়েছিল।

তাৎপর্য বিচার

২ প্রকার অন্ধত্ব (বিনষ্টদৃষ্টিঃ)

দেহের অন্ধতা	পারমার্থিক অন্ধতা
জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র	তার অসৎ পুত্রদের সমর্থন করার ধর্মবিষয়ক অন্ধতা
মানুষের পারমার্থিক উন্নতিতে বাধা দিতে পারেনা	মানবজীবনের প্রগতি সাধনের পথে ভয়ঙ্কর প্রতিবন্ধক

[2] **অনুসঙ্গতিঃ** (৩-৪) – এই বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদের বিশেষত্ব কি ?

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

বিনষ্টদৃষ্টিঃ

- দুটি চোখই নষ্ট।
- আবার জ্ঞানচক্ষুও নষ্ট।

📖 ৩.১.৭ — দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ –

দেবতূল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের মহিষীর কেশাকর্ষণ করার নিন্দনীয় কার্য থেকে ধৃতরাষ্ট্র তার পুত্র দুঃশাসনকে নিবারণ করেনি, যদিও দ্রৌপদীর নেত্রজল তাঁর বক্ষঃস্থলের কুমকুম বিধৌত করেছিল।

📖 ৩.১.৮ — যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার –

অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কপট দ্যূতক্রীড়ায় অন্যায়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি ছিলেন সত্যপ্রতিজ্ঞ, তাই তিনি বনে গিয়েছিলেন। যথাসময়ে বন থেকে ফিরে এসে তিনি যখন তাঁর রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত অংশভাগ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন, তখন মোহাচ্ছন্ন ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তাৎপর্য বিচার

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য কখনও তাদের জীবন্ধারনের জন্য কোন অবস্থাতেই কারোর চাকরি গ্রহণ করেননা।

📖 ৩.১.৯ — শ্রীকৃষ্ণের বাণী না মানা –

অর্জুন কর্তৃক জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ যখন কৌরবসভায় প্রেরিত হয়েছিলেন, এবং যদিও তাঁর বাণী কেউ কেউ (ভীষ্ম আদি) বিশুদ্ধ অমৃতের মতো শ্রবণ করেছিলেন, কিন্তু পুণ্যক্ষয় হওয়াতে অন্যরা তা শ্রবণ করতে পারেনি। রাজা (ধৃতরাষ্ট্র অথবা দুর্যোধন) শ্রীকৃষ্ণের বাক্য বহুমানন করেনি।

তাৎপর্য বিচার

ভক্ত ও অভক্তদের মধ্যে পার্থক্য

- ভগবানের বাণী সর্বদাই তাঁর ভক্তদের কাছে অমৃতের মতো, কিন্তু অভক্তদের কাছে তা ঠিক বিপরীত।
- সুস্থ মানুষের কাছে মিছরি মিষ্টি, কিন্তু যারা পাণ্ডুরোগে ভুগছে তাদের কাছে তা অত্যন্ত তিক্ত।

১০-১৩ – ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উপদেশ

📖 ৩.১.১০ — বিদুরের সদুপদেশ সুদক্ষ মন্ত্রবিশারদ এবং রাজনীতিবিদদের দ্বারা সমাদৃত –

বিদুর যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (ধৃতরাষ্ট্র) কর্তৃক মন্ত্রণার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর গৃহে গিয়ে তাঁকে যে সদুপদেশ দিয়েছিলেন তা সুদক্ষ মন্ত্রবিশারদ এবং রাজনীতিবিদরা অতি উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করেন।

📖 ৩.১.১১[3] — অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দিন –

(বিদুর বলেছিলেন-) আপনার অন্যায়ের ফলে দুর্বিষহ যাতনা যে অকাতরে সহ্য করছে, সেই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের ন্যায্য রাজ্যভাগ আপনি তাকে ফিরিয়ে দিন। সে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছে, যাদের মধ্যে রয়েছে প্রতিশোধপরায়ণ ভীম, যে সাপের মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। অবশ্যই আপনি তার ভয়ে ভীত।

সঙ্গতিঃ ধৃতরাষ্ট্র যদি বলেন, "আমারও অনেক পুত্র আছে।" **বিদুর তাই বললেন,** "এ গর্ব করবেন না। কারণ," ...

[3] **অনুসঙ্গতিঃ** (১০-১১) – বিদুরের উপদেশের মূলকথা কি ?

🕮 ৩.১.১২[4] — পাণ্ডবদের ভয় করার কারণ – শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পক্ষে আছেন –

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথার পুত্রদের তাঁর আত্মীয়রূপে স্বীকার করেছেন এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজারা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে রয়েছেন। তাঁর গৃহে তিনি তাঁর পরিবারবর্গ, যদুবংশীয় রাজা ও রাজপুত্রগণসহ বিরাজ করছেন, যাঁরা অসংখ্য রাজাদের জয় করেছেন এবং তিনি হচ্ছেন তাঁদের সকলের প্রভু।

সঙ্গতিঃ **ধৃতরাষ্ট্র যদি বলেন,** আমার পুত্র দুর্যোধন এতে সম্মত নয়। **বিদুর তাই বললেন,** "স এষ দোষ..."

🕮 ৩.১.১৩[5] — মূর্তিমান পাপস্বরূপ, কৃষ্ণবিদ্বেষী এবং লক্ষ্মীছাড়া দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করুন –

আপনি মূর্তিমান পাপস্বরূপ দুর্যোধনকে আপনার প্রিয় পুত্ররূপে পালন করছেন, কিন্তু সে কৃষ্ণবিদ্বেষী এবং যেহেতু আপনি এইভাবে একজন কৃষ্ণবিদ্বেষীকে পালন করছেন, তাই আপনি সমস্ত মঙ্গলজনক গুণাবলী হারিয়েছেন। যত শীঘ্র সম্ভব এই লক্ষ্মীছাড়াকে পরিত্যাগ করে আপনি সমস্ত বংশের মঙ্গল সাধন করুন।

✎ দুর্যোধনে দুর্গুণসমূহ —

- **মূর্তিমান পাপস্বরূপ,**
- **কৃষ্ণবিদ্বেষী এবং**
- **লক্ষ্মীছাড়া**

তাৎপর্য বিচার

সৎ ও অসৎ পুত্র

- সৎপুত্রকে বলা হয় অপত্য, অর্থাৎ যে তাঁর পিতাকে পতন থেকে রক্ষা করে। (ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার মাধ্যমে)
- কিন্তু পুত্র যদি বিষ্ণুবিদ্বেষী হয়, তাহলে সে কিভাবে বিষ্ণুর পাদপদ্মে নৈবেদ্য নিবেদন করবে?
  - তাই বিষ্ণু বিদ্বেষী বলে দুর্যোধন তাঁর পিতাকে রক্ষা করতে পারবে না।
- চাণক্য নীতি – যে পুত্র বিদ্বান নয় এবং ভগবদ্ভক্ত নয়, সেই পুত্রের কি প্রয়োজন?
- অভক্ত পুত্র – অন্ধচক্ষুর মত ক্লেশের কারণমাত্র। চিকিৎসক কখনও কখনও উপদেশ দেন, নিরন্তর ক্লেশ উপশমের জন্য সেই চক্ষুকে উৎপাটন করতে।

১৪-১৬ – দুর্যোধন কর্তৃক বিদুরের অপমান এবং বিদুরের রাজাপ্রাসাদ ত্যাগ

🕮 ৩.১.১৪ — বিদুরের এরূপ উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোধনের প্রতিক্রিয়া –

যাঁর চরিত্রের গুণাবলী সমস্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ বহুমানন করেন সেই বিদুর যখন এইভাবে বলেছিলেন, তখন দুর্যোধন ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়ে কম্পিত অধরে তাঁকে অপমান করেছিল। দুর্যোধন তখন কর্ণ, তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ ও তার মামা শকুনিসহ পরিবৃত ছিল।

তাৎপর্য বিচার

কথিত আছে যে, মূর্খকে সদুপদেশ দিলে মূর্খ ক্ষুব্ধ হয়, ঠিক যেমন সাপকে দুধ খাওয়ালে তাঁর বিষই কেবল বৃদ্ধি হয়।

[4] **অনুসঙ্গতিঃ** (১১-১২) – ধৃতরাষ্ট্রঃ আমি কেন তাঁদের ভয়ে ভীত হব?

[5] **অনুসঙ্গতিঃ** (১২-১৩) – পাণ্ডবদের পক্ষে সৌভাগ্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আছেন, কিন্তু আপনার পক্ষে দুর্ভাগ্যস্বরূপ দুর্যোধন আছে?

📖 ৩.১.১৫[6] — অপমান উক্তি –

এই দাসীপুত্রকে এখানে কে ডেকে এনেছে ? এ এতই কুটিল যে, যাদের অন্নে পুষ্ট হয়েছে, তাদেরই বিপক্ষতা আচরণে প্রবৃত্ত হয়ে শত্রুর সাহায্যার্থে নিযুক্ত হয়েছে। একে এখনি প্রাসাদ থেকে নির্বাসিত করা হোক, এবং কেবল তার শ্বাসমাত্র যেন সে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে।

তাৎপর্য বিচার

প্রাসাদজীবন ও রাজনীতির জটিলতা এমনই যে, বিদুরের মত একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিও অত্যন্ত জঘন্য অপবাদে অভিযুক্ত হন এবং দণ্ডিত হন।

📖 ৩.১.১৬[7] — বিদুরের প্রস্থান –

এইভাবে কর্ণভেদী বাণের মতো তীক্ষ্ণ বাক্যে মর্মাহত হয়ে বিদুর তাঁর ধনুক রেখে তাঁর ভ্রাতার প্রাসাদ পরিত্যাগ করলেন। ভগবানের মায়ার খেলা বলে মনে করে তিনি তাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হননি।

তাৎপর্য বিচার

✍ মায়ার খেলা

ভগবানের শক্তি মায়া এখানে অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা উভয়ভাবেই কার্য করেছিলেন।

- **বহিরঙ্গা শক্তি** – দুর্যোধনকে তার বিনাশের পথে অগ্রসর করছেন।
- **অন্তরঙ্গা শক্তি** – বিদুরকে জড়জাগতিক কার্যকলাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে সাহায্য করছেন।

✍ ভক্তের চরিত্র –

- ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনও বহিরঙ্গা মায়া সৃষ্ট কোন অপ্রীতিকর অবস্থাতে বিচলিত হন না।
- ভক্ত সর্বদা ত্যাগের মনোভাব সমন্বিত, কেননা জড় জগতের আকর্ষণ কখনই তাঁকে তৃপ্তিদান করতে পারে না।

✍ গতব্যথঃ (ব্যথিত না হয়ে) – জড়জাগতিক কার্যকলাপের বন্ধনজনিত ক্লেশসমূহ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

✍ **স ইত্থমত্যুল্বণকর্ণবাণৈঃ** – দুর্যোধনের সেই অতি কঠোর বাক্যগুলি বাণের মত বিদুরের কর্ণদ্বয়ের ভিতর দিয়ে মর্মস্থানে আঘাত করল।

১৭-২৫ - বিদুরের তীর্থযাত্রা

১৭-১৯ – বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ; যেমনঃ প্রভাস, বিভিন্ন বিষ্ণু মন্দির

📖 ৩.১.১৭[8] — বিদুরের তীর্থপর্যটন –

বিদুর তাঁর পুণ্যফলের প্রভাবে কৌরবদের পুণ্যার্জিত সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। হস্তিনাপুর ত্যাগ করার পর, তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মস্বরূপ বহু তীর্থস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। যে সমস্ত তীর্থস্থানে ভগবানের শত সহস্র চিন্ময় বিগ্রহ অধিষ্ঠিত, অতি উন্নত স্তরের পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনায় তিনি সেই সমস্ত তীর্থপর্যটন করেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

[6] **অনুসঙ্গতিঃ** (১৪-১৫) – সে অপমান করে কি বলেছিল ?

[7] **অনুসঙ্গতিঃ** (১৫-১৬) – এভাবে অপমানিত হবার পর বিদুর কি করলেন ?

[8] **অনুসঙ্গতিঃ** (১৬-১৭) – প্রাসাদ পরিত্যাগ করে তিনি কোথায় গেলেন ?

- সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই পৃথিবীতে উপস্থিত ছিলেন, এবং বিদুর তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে সরাসরি যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি কেননা যথেষ্টভাবে পাপমুক্ত হতে পারেননি বলে তিনি নিজেকে মনে করেছিলেন (কূটনীতিপরায়ণ ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনে সঙ্গ করায়)।
- সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত না হলে শুদ্ধভক্ত হওয়া যায় না।
  - যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং ... ।

- **শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ক্রমোন্নতি –**

তীর্থযাত্রা

(তাৎপর্য ১৭, ১৯ ও ৪৫ থেকে সংকলিত)

- **তীর্থস্থানের উদ্দেশ্য –**
  - তীর্থযাত্রীদের পাপমুক্ত করা।
  - ভগবৎ উপলব্ধির শুদ্ধ চেতনার স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দান করা।
  - **তীর্থকীর্তি** – তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করা এবং ভগবানের মহিমা কীর্তন করার সুযোগ লাভ করা, এবং তাই ভগবান তীর্থকীর্তি নামে পরিচিত।
    - এমনকি আজও সময়ের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে তীর্থস্থান রয়েছে। যেমন, মথুরা ও বৃন্দাবন। সর্বক্ষণ কোন না কোন ভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন হচ্ছে, তাই আপনা থেকেই ভগবানের মহিমা স্মরণ হয়।
    - ভগবানের নাম, রূপ, যশ, লীলা ও পরিকর সব কিছুই ভগবান থেকে অভিন্ন, এবং তাই শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করার ফলে ভগবান স্বয়ং সেখানে প্রকটিত হন। ভগবান নিজেই তা বলেছেন।[৭]

- **তীর্থযাত্রার পদ্ধতি –**

(তাৎপর্য ১৭ ও ১৯ থেকে সংকলিত)

  - **করণীয় বিষয়গুলি –**
    - সেখানে ভগবৎ সেবায় যুক্ত মহাত্মাদের সাক্ষাৎ করার জন্য আগ্রহী হওয়া।
    - তীর্থপর্যটকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টিবিধান করা।
  - **বর্জনীয় বিষয়গুলি –**
    - কেবল সেখানে গিয়ে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়।
    - সমাজের মনোরঞ্জন করার দুর্ভাবনা থাকা উচিত নয়।
    - সামাজিক আচার অনুষ্ঠান অথবা বৃত্তি অথবা পোশাকের অপেক্ষা করা উচিত নয়।

[৭] নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে ... পদ্ম পুরাণ

✍ অর্চামূর্তি –

(তাৎপর্য ১৭ থেকে সংকলিত)

- ভগবানের শ্রীমূর্তি যা সাধারন মানুষ সহজেই উপলব্ধি করতে পারে।
- প্রতিটি তীর্থস্থানে ভগবান তাঁর বিবিধ চিন্ময় বিগ্রহরূপে বিরাজমান।
- **কিভাবে তাঁকে উপলব্ধি করা যায়?**
  - আমরা যে অনুপাতে ভগবানের সেবায় প্রবেশ করি,
  - অথবা যে অনুপাতে আমাদের জীবন পাপমুক্ত হয়েছে, সেই অনুপাতে আমরা ভগবানকে এবং তাঁর অর্চামূর্তির মর্ম উপলব্ধি করতে পারি।
- **কিন্তু আমরা ত পাপ মুক্ত হইনি!**
  - যদিও আমরা পাপমুক্ত হইনি, তবুও ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি মন্দিরে তাঁর অর্চামূর্তিরূপে তাঁকে দর্শন করার সুযোগ আমাদের দিয়েছেন।
- **ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থস্থানে ভগবানের বিভিন্ন বিগ্রহ – তাৎপর্য দ্রষ্টব্য।**
- সেই অর্চামূর্তির তত্ত্ব সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে –

সর্বত্র প্রকাশ তাঁর — ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম নাশি' ধর্ম স্থাপিতে॥

- **অনন্তলিঙ্গ** – *(তাৎপর্য ১৮ থেকে সংকলিত)*
  - ভগবানের এই প্রকার বিগ্রহসমূহ স্বয়ং ভগবানেরই মত অচিন্ত্য শক্তি সমন্বিত।
  - ভগবানের বিগ্রহ ও তাঁর স্বীয় রূপের মধ্যে শক্তিগত কোন পার্থক্য নেই।
  - **দৃষ্টান্ত** – ডাকবাক্স ও ডাকঘর। (তাৎপর্য দ্রষ্টব্য)

🕮 ৩.১.১৮[10] — তীর্থসমূহের নাম –

তিনি অযোধ্যা, দ্বারকা, মথুরা আদি বিভিন্ন তীর্থস্থানে কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করতে করতে একাকী ভ্রমণ করেছিলেন। পুণ্যময় ও নিষ্কলুষ উপবন, পর্বত, কুঞ্জ, নদী, সরোবর এবং যে সমস্ত পুণ্যস্থানে ভগবান অনন্তের বিগ্রহসমূহ মন্দির অলঙ্কৃত করে বিরাজমান, সেই সমস্ত স্থানে তিনি বিচরণ করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি তীর্থপর্যটন করেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার **তাৎপর্য বিচার ১৭ দ্রষ্টব্য।**

🕮 ৩.১.১৯[11] — তীর্থ পর্যটনকালে তাঁর বৃত্তি –

পৃথিবী পর্যটন করার সময় তিনি কেবল ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টিবিধানের ব্রত পালন করেছিলেন। তাঁর বৃত্তি ছিল পবিত্র ও স্বতন্ত্র। যদিও তাঁর বেশ ছিল অবধূতের মতো এবং ভূমি ছিল তাঁর শয্যা, তবুও পবিত্র তীর্থে স্নান করার ফলে তিনি সর্বদা পবিত্র ছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনদের অগোচর ছিলেন।

তাৎপর্য বিচার **তাৎপর্য বিচার ১৭ দ্রষ্টব্য।**

২০-২৩ – প্রভাস-তীর্থে বিদুর অবগত হলেন যে তাঁর আত্মীয়রা দেহত্যাগ করেছেন

🕮 ৩.১.২০ — প্রভাসতীর্থে আগমন –

এইভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থপর্যটন করতে করতে প্রভাসক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন। সেই সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাটরূপে এক সামরিক শক্তির অধীনে পৃথিবী শাসন করছিলেন।

---

[10] **অনুসঙ্গতিঃ** (১৭-১৮) – কোন্ কোন্ তীর্থে পর্যটন করলেন?

[11] **অনুসঙ্গতিঃ** (১৮-১৯) – তীর্থ পর্যটনকালে তাঁর বৃত্তি কেমন ছিল?

তাৎপর্য বিচার

এক পতাকার তলে এক রাষ্ট্র

✍ এখন রাষ্ট্রসংঘে শত শত পতাকা উড়তে দেখা যায়, কিন্তু বিদুরের সময় অজিত শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কেবল একটি পতাকা ছিল। পৃথিবীর দেশগুলি আবার এক পতাকার তলে এক রাষ্ট্র স্থাপনে অত্যন্ত ব্যগ্র, কিন্তু তা যদি তারা সত্যিই করতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করতে হবে।

📖 ৩.১.২১ — স্বজনবর্গের বিনাশের সংবাদ শ্রবণ –

প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হয়ে তিনি শুনতে পেলেন যে, বাঁশের ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন আগুনে যেমন সমস্ত বন দগ্ধ হয়, তেমনি পরস্পরের বিরোধানলে তাঁর সমস্ত স্বজনবর্গ বিনষ্ট হয়েছে। তারপর তিনি পশ্চিমবাহিনী সরস্বতী নদীর অভিমুখে গমন করলেন।

তাৎপর্য বিচার

২ প্রকার আগুন

তুলনার ভিত্তি	দাবানল	যুদ্ধের আগুন
কোথায় ?	বনে	সারা পৃথিবীতে
কাদের মধ্যে ?	বাঁশে বাঁশে	মানুষে মানুষে
কিভাবে ?	বাঁশের সাথে বাঁশের ঘর্ষণে	বহিরঙ্গা প্রকৃতির মোহে আচ্ছন্ন বদ্ধ জীবদের বিরোধের ফলে
এই আগুন নেভানোর উপায় কি ?	মেঘ থেকে উৎপন্ন বৃষ্টি	মহাত্মাদের কৃপারূপ মেঘনিঃসৃত জল

📖 ৩.১.২২ — সরস্বতী নদীর তীরে এগারোটি তীর্থ –

সরস্বতী নদীর তীরে এগারোটি তীর্থ রয়েছে, যথা- (১) ত্রিত, (২) উশনা, (৩) মনু, (৪) পৃথু, (৫) অগ্নি, (৬) অসিত, (৭) বায়ু, (৮) সুদাস, (৯) গো, (১০) গুহ ও (১১) শ্রাদ্ধদেব। বিদুর সেই সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করে যথাবিধি ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেছিলেন।

📖 ৩.১.২৩ — ভগবানের মন্দিরের মূল তাৎপর্য –

এছাড়া মহান ঋষি ও দেবতাগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরও অনেক মন্দির ছিল। এই সমস্ত মন্দির ভগবানের প্রধান চিহ্নসমূহের দ্বারা অঙ্কিত ছিল এবং সেগুলি সর্বদাই মানুষকে আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে দেয়।

তাৎপর্য বিচার

✍ দ্বিজদেব –

- ঋষি বা যে সমস্ত মানুষ সমগ্র মানবসমাজের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাদের বলা হয় দ্বিজদেব, অর্থাৎ দ্বিজদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
- চন্দ্রলোক থেকে শুরু করে উচ্চলোকের অধিবাসীদের বলা হয় দেব, অর্থাৎ দ্বিজদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
- এরা উভয়েই গোবিন্দ, মধুসূদন ইত্যাদি ভগবানের বিভিধ রূপের প্রতিষ্ঠা করে মন্দির তৈরী করেন।

✍ চক্র ও চক্রী –

- বিষ্ণুর চার হাতে আছে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। এই চারটি প্রতীকের মধ্যে চক্র প্রধান।
- আদিবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের কেবল একটি প্রতীক এবং তা হচ্ছে চক্র, তাই কখনও কখনও তাঁকে চক্রী বলা হয়।
- **এটি কিসের প্রতীক ?** – যে শক্তি দ্বারা ভগবান এই সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন, এই চক্র তাঁর প্রতীক।
- **বিষ্ণুমন্দিরের চূড়ায় কেন চক্র থাকে ?** – যাতে বহুদূর থেকে মানুষ তা দর্শন করতে পারে এবং তৎক্ষনাৎ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারে। এজন্য অনেক উঁচু করে মন্দির তৈরী করা হয়।

২৪-২৫ – যমুনার তীরে বিদুর ও উদ্ধবের মিলন

🕮 ৩.১.২৪ — উদ্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ –

তারপর সমৃদ্ধিশালী সৌরাষ্ট্র প্রদেশ, সৌবীর, মৎস্য ও পশ্চিম ভারতের কুরুজাঙ্গল নামক রাজ্যসমূহ অতিক্রম করে যখন তিনি যমুনার তীরে উপনীত হলেন, তখন সেখানে শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্ত উদ্ধবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

তাৎপর্য বিচার

ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন এবং তাঁর স্মরণ

- **বৃন্দাবন** — ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ স্থান। কারণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের স্থান। এখনও সেখানে বহু ভগবদ্ভক্ত আছেন।
- এমন নয় যে, এই সব ভক্তরা সেই শ্রীকৃষ্ণকে সেই স্থানে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেন। কিন্তু আগ্রহভরে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করা তাঁকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করার মতোই।
- তা কিভাবে সম্ভব, সেকথা ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু যাঁরা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাঁরা বাস্তবিকভাবে তা উপলব্ধি করেন।
- দার্শনিকভাবে ভক্ত বুঝতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর স্মরণ উভয়ই চিন্ময় স্তরের বিষয়, এবং ভক্তদের কাছে শুদ্ধ ভগবৎ ভাবনায় ভাবিত হয়ে বৃন্দাবনে ভগবানের অন্বেষণ করার ধারণা তাঁকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করার থেকেও অধিক আনন্দ প্রদান করে।
- এই প্রকার ভগবদ্ভক্তরা সর্বদাই তাঁকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেন। ব্রহ্মসংহিতা (৫/৩৮) – প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন ...
- বিদুর এবং উদ্ধব উভয়েই ছিলেন এই প্রকার উন্নত স্তরের ভক্ত।

🕮 ৩.১.২৫ — উদ্ধবকে বিদুরের আলিঙ্গন এবং শ্রীকৃষ্ণের পরিবার পরিজনদের সংবাদ জিজ্ঞাসা –

তারপর তিনি গভীর প্রেম এবং অনুভূতি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ, প্রশান্তমূর্তি ও বৃহস্পতির প্রখ্যাত পূর্বশিষ্য উদ্ধবকে আলিঙ্গন করলেন। বিদুর তারপর তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিবার পরিজনদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য বিচার

- **যদুদের অপ্রকটের কথা জেনেও বিদুর কেন আবার প্রশ্ন করেছিলেন ???** তাৎপর্য দ্রষ্টব্য

২৬-৪২ - যদু ও কুরু বংশের কুশল সম্বন্ধে উদ্ধবের নিকট বিদুরের জিজ্ঞাসা

২৬-৩৫ – কৃষ্ণ বলরাম এবং যদুদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা

🕮 ৩.১.২৬ — কৃষ্ণ বলরাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা –

ভগবানের নাভিপদ্মজাত ব্রহ্মার অনুরোধে যে সনাতন পুরুষদ্বয় এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং যাঁরা সকলের মঙ্গলসাধন করে পৃথিবীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছেন, তাঁরা (শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম) শূরসেনের গৃহে স্বচ্ছন্দে আছেন তো ?

তাৎপর্য বিচার

- শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুটি ভিন্ন সত্তা নন। তাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ডের বিধি-নিষেধের অধীন নন ; পক্ষান্তরে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন।

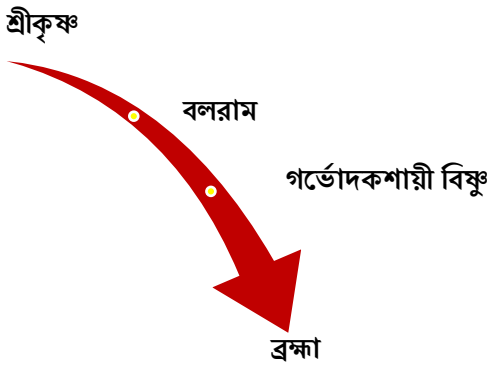

- ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেউই সুখী হতে পারে না।
- যেহেতু ভগবানের ভক্ত-পরিবারের সুখ নির্ভর করে ভগবানের সুখের উপর, তাই বিদুর প্রথমে ভগবানের কুশল জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

📖 ৩.১.২৭ — বসুদেব –

হে উদ্ধব ! কুরুকুলের পরম হিতৈষী, আমাদের ভগিনীপতি বসুদেব ভাল আছেন তো ? তিনি অত্যন্ত উদার। তাঁর ভগ্নীদের প্রতি তিনি পিতৃবৎ স্নেহপরায়ণ, এবং তিনি সর্বদা তাঁর পত্নীদের সন্তোষবিধান করেন।

📖 ৩.১.২৮ — প্রদ্যুম্ন –

হে উদ্ধব! যদুদের সেনানায়ক এবং পূর্বজন্মে যিনি ছিলেন কামদেব, সেই প্রদ্যুম্ন এখন কেমন আছেন ? রুক্মিণী ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্টিবিধান করে তাঁদের কৃপায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে তাঁকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

- শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে স্মর (কামদেব) হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ। তিনি তাঁর 'কৃষ্ণসন্দর্ভে' এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

- **প্রদ্যুম্ন যদি ভগবানের প্রকাশ হন তবে তাঁকে কেন এখানে কামদেবের অবতার বলা হয়েছে ??? ২৮ ও ৩০ নং শ্লোকের 'সারার্থ দর্শিনী' ভাষ্য দ্রষ্টব্য ...**

📖 ৩.১.২৯ — উগ্রসেন –

হে বন্ধু ! সাত্বত, বৃষ্ণি, ভোজ ও দশার্হদের অধিপতি মহারাজ উগ্রসেন এখন ভাল আছেন তো ? তিনি রাজসিংহাসনের সমস্ত আশা পরিত্যাগ করে দূরদেশে অবস্থান করেছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পুনরায় রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

📖 ৩.১.৩০ — সাম্ব –

হে সৌম্য ! সাম্ব ভাল আছে তো ? তাঁর রূপ ঠিক শ্রীকৃষ্ণের মতো। পূর্বজন্মে শিবপত্নী অম্বিকার গর্ভে কার্তিকেয়রূপে তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং এখন এই জন্মে কৃষ্ণমহিষী জাম্ববতী অনেক ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে তাঁকে তাঁর পুত্ররূপে লাভ করেছেন।

তাৎপর্য বিচার

- ভগবানের লীলাপুষ্টির জন্য বিভিন্ন ভূমিকা অবলম্বন করে দেবতাদের আবির্ভাব। (তাৎপর্য দ্রষ্টব্য)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

'সারার্থ দর্শিনী' ভাষ্য দ্রষ্টব্য

📖 ৩.১.৩১ — যুযুধান –

হে উদ্ধব ! যুযুধান কুশলে আছেন তো ? তিনি অর্জুনের কাছে ধনুর্বিদ্যার রহস্য শিক্ষা করেন এবং তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে সন্ন্যাসীদেরও দুর্লভ চিন্ময় পদ লাভ করেছেন।

তাৎপর্য বিচার

- **পরম গতি** – ইন্দ্রিয়ের অতীত হওয়ার ফলে অধোক্ষজ নামে পরিচিত ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করা।
- **ব্রহ্মানন্দ** –
  - বিশ্বের সন্ন্যাসীরা সমস্ত জাগতিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করে ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন।
  - জ্ঞানীরা পরম সত্য সম্বন্ধে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে এক প্রকার চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করেন।
  - জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পর জীব ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করে।
- অধোক্ষজের আনন্দ ব্রহ্মানন্দেরও অতীত।
  - পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান তাঁর চিন্ময় শক্তির প্রভাবে এক শাশ্বত আনন্দ আস্বাদন করেন, যাকে বলা হয় হ্লাদিনী শক্তি।
- যোগী ও জ্ঞানীরা কঠোরভাবে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ধ্যান ও ধারনা ইত্যাদির অনুশীলন করা সত্ত্বেও ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিতে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু ভগবানের ভক্তরা অনায়াসে তাঁদের ভক্তির প্রভাবে এই অন্তরঙ্গা শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারেন।
  - যুযুধান সেই স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

📖 ৩.১.৩২ — অক্রূর –

শ্বফল্কনন্দন অক্রূর ভাল আছেন তো ? তিনি নিষ্পাপ এবং পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত। এক সময় তিনি পথের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করে অপ্রাকৃত প্রেমানন্দে ধৈর্যহারা হয়ে সেই পথের ধূলোয় লুটিয়ে পড়েছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

নিরন্তর ভগবানের চিন্তা

- জড়গুণের প্রভাব থেকে উৎপন্ন সংক্রমণের নিরাময়কারী ঔষধ।
- ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা সর্বদা ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থেকে তাঁর সঙ্গ লাভ করেন।
- এই প্রকার শুদ্ধ ভক্ত স্বাভাবিকভাবে নিষ্পাপ কেননা তিনি সর্বদাই পরম পবিত্র পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ করছেন।
- তবুও, স্থান ও কালের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে সেই চিন্ময় আবেগ বিভিন্ন রূপ নেয়, এবং তা ভক্তের মনের ধৈর্য ভঙ্গ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য প্রেমের উন্মাদনার অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

📖 ৩.১.৩৩ — দেবকী –

বেদ যেমন যজ্ঞবিস্তাররূপ অর্থকে প্রকাশ করেন, তেমনই দেবক-ভোজরাজের কন্যা দেবকী দেবমাতা অদিতির মতো পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর গর্ভে ধারণ করেছিলেন। তিনি (দেবকী) ভাল আছেন তো ?

তাৎপর্য বিচার

বেদ ও ভগবান

- **বেদের লক্ষ্য** – ভগবানকে জানা।
- **ভগবান** – মূর্তিমান বেদ বা বেদের উদ্দেশ্য।
- **দেবকী** – অর্থপূর্ণ বেদ।[12]

[12] বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে জানা। অর্থাৎ বেদের জ্ঞান থেকেই ভগবান কারো কাছে প্রকট হন। একইভাবে, সেই ভগবান এখন দেবকীর গর্ভ থেকে প্রকট হয়েছেন। তাই দেবকীকে বেদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

📖 ৩.১.৩৪ — অনিরুদ্ধ –

অনিরুদ্ধ কুশলে আছেন তো ? তিনি সমস্ত শুদ্ধ ভক্তদের সমস্ত বাসনা পূরণকারী এবং অতীত কাল থেকেই তাঁকে ঋগ্বেদের প্রবর্তক বলে বিবেচনা করা হয়। তিনি মনের প্রবর্তক এবং বিষ্ণুর চতুর্থ ব্যূহ।

তাৎপর্য বিচার

বিষ্ণুতত্ত্ব

- **চতুর্ব্যূহ** – বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ।
- অনিরুদ্ধ হচ্ছেন মহাবিষ্ণুরও উৎস, যাঁর নিঃশ্বাস থেকে ঋগ্বেদ আবির্ভূত হয়েছিল। সেই সমস্ত তত্ত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত আছে।
- দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি চতুর্ব্যূহস্থ বাসুদেব। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনও গোলক বৃন্দাবন ছেড়ে কোথাও যান না।
- সমস্ত স্বাংশ প্রকাশেরা বিষ্ণুতত্ত্ব এবং তাঁদের শক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর — **অনিরুদ্ধ তত্ত্ব – 'সারার্থ দর্শিনী' ভাষ্য দ্রষ্টব্য।**

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর — **গৌড়ীয় ভাষ্যের বিবৃতি দ্রষ্টব্য।**

📖 ৩.১.৩৫ — হৃদীক, চারুদোষ্ণ, গদ ও সত্যভামার পুত্র –

হে সৌম্য! এছাড়া যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁদের অন্তরাত্মারূপে জেনে চিরকাল তাঁরই অনুসরণ করেন, সেই হৃদীক, চারুদেষ্ণ, গদ ও সত্যভামার পুত্র- এঁরা সকলে ভাল আছেন তো ?

৩৬-৪০ – কুরুদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা

📖 ৩.১.৩৬ — মহরাজ যুধিষ্ঠির –

মহরাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম প্রতিপালন করে এবং ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করে রাজ্যশাসন করছেন তো ? পূর্বে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের প্রতি ঈর্ষায় দগ্ধ হচ্ছিল কেননা তিনি (যুধিষ্ঠির) তাঁর বাহুদ্বয়সদৃশ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কর্তৃক সুরক্ষিত ছিলেন।

📖 ৩.১.৩৭ — ভীম –

যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গদা ঘূর্ণন করতে করতে বিচিত্র মার্গে ভ্রমণ করতেন এবং যাঁর গদাঘাত রণভূমি সহ্য করতে পারত না, সেই সর্পের মতো অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ, অজেয় ভীম পাপীদের প্রতি তাঁর দীর্ঘকালের সঞ্চিত ক্রোধ পরিত্যাগ করেছেন তো ?

📖 ৩.১.৩৮ — অর্জুন –

যে অর্জুনের বাণের জালে আচ্ছন্ন হয়েও কপট কিরাতবেশধারী শিব তাঁর যুদ্ধনৈপুণ্যে সন্তোষ লাভ করেছিলেন এবং মহারথীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তিমান গাণ্ডীব ধনুর্ধারী সেই অর্জুন শত্রুদের বিনাশ করে সুখে আছেন তো ?

📖 ৩.১.৩৯ — যমজ ভ্রাতৃদ্বয় নকুল ও সহদেব –

যে যমজ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের ভ্রাতাদের দ্বারা সুরক্ষিত, তাঁরা ভাল আছেন তো ? চক্ষু যেমন পক্ষ্মের দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনি তাঁরা পৃথার পুত্রদের দ্বারা সুরক্ষিত। গরুড় যেমন বজ্রধারী ইন্দ্রের মুখ থেকে অমৃত আহরণ করেন, তাঁরাও তেমনি যুদ্ধে দুর্যোধনের কাছ থেকে তাঁদের ন্যায়সঙ্গত রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

🕮 ৩.১.৪০ — পৃথা (কুন্তীদেবী) –

হে উদ্ধব ! পৃথা কি এখনও বেঁচে আছেন ? তিনি কেবল তাঁর পিতৃহীন পুত্রদের জন্যই জীবনধারণ করছিলেন; তা না হলে অদ্বিতীয় যোদ্ধা এবং অধিরথ যিনি একাকী ধনুকমাত্র সহায় করে চতুর্দিক জয় করেছিলেন, সেই রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু ব্যতীত তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব ছিল।

৪১-৪২ -- ধৃতরাষ্ট্রের জন্য বিদুরের শোক

🕮 ৩.১.৪১ — ধৃতরাষ্ট্রের জন্য অনুশোচনা –

হে সৌম্য ! যে ধৃতরাষ্ট্র মৃত ভ্রাতা পাণ্ডুর অনাথ সন্তানদের প্রতি বিদ্রোহ আচরণ করে ভ্রাতার দ্রোহ করেছেন, যিনি তাঁর পুত্রদের অনুবর্তী হয়ে আমাকে তাঁর গৃহ থেকে নির্বাসিত করেছেন, যদিও আমি হচ্ছি তাঁর যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী, সেই অধঃপতিত ধৃতরাষ্ট্রের জন্য আমি অনুশোচনা করি।

তাৎপর্য বিচার

- বিদুর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কুশল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেননি, কেননা তার কুশলের কোন সম্ভাবনা ছিল না, তাঁর তো কেবল নরকে অধঃপতিত হওয়ারই সংবাদ ছিল।
- বিদুরের মত বৈষ্ণবের আচরণ এমনই — তিনি সকলের মঙ্গল কামনা করেন, এনমকি তাঁর শত্রুদের প্রতিও।

সঙ্গতি – আমার প্রতি তাঁহার এরূপ আচরন আমার পক্ষে অপকারক হয়নি, প্রকারান্তরে উপকারকই হয়েছে।

🕮 ৩.১.৪২[13] — শাপে বর[14] –

তাতে আমি আশ্চর্য হইনি। সকলের অলক্ষ্যে আমি পৃথিবী ভ্রমণ করেছি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নরবৎ লীলাসমূহ এই মর্ত্যলোকে সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের মতো বলে মনে হয়, এবং তাই অন্যের পক্ষে মোহজনক, কিন্তু আমি তাঁর কৃপার প্রভাবে তাঁর মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং তার ফলে আমি সর্বতোভাবে সুখী।

তাৎপর্য বিচার

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ

- তিনি গৃহহারা হওয়ার ফলে মোটেই দুঃখিত হননি, কেননা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে ঘরে থাকার তথাকথিত স্বাধীনতা থেকে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করাই অধিকতর স্বাধীনতা।
- যতক্ষণ পর্যন্ত না দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, ভগবান তাঁকে রক্ষা করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা উচিত নয়।
- জীবনের এই অবস্থাকে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ বা আত্মশুদ্ধি।
- ভগবদ্ভক্তকে বলা হয় নারয়ণপর, তিনি কখনই কোন কিছুতে ভীত হন না। কেননা তিনি সর্বদাই জানেন যে, সর্ব অবস্থাতেই ভগবান তাঁকে রক্ষা করছেন।

৪৩-৪৫ - কৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্য বিদুরের ইচ্ছা

সকলকে আকৃষ্ট করার জন্য ভক্তদেরকে কৃপা করার জন্য কৃষ্ণের অবতরণ

[13] **অনুসঙ্গতিঃ** (৪১-৪২) – বিদুরঃ যদিও ধৃতরাষ্ট্র আমাকে নির্বাসিত করেছেন, তথাপি এতে আমার মঙ্গলই হয়েছে। কিভাবে ? আমি পৃথিবী ভ্রমণ করেছি এবং তভগবানের মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছি।

[14] জাগতিকভাবে গৃহ থেকে নির্বাসন অভিশাপতুল্য হলেও পরমার্থিক বিচারে তা বরস্বরূপ হয়েছে।

📖 ৩.১.৪৩ — কুরুদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের দয়া –

ধন, জন ও বিদ্যা এই তিন প্রকার গর্বের দ্বারা উৎপথগামী হয়ে যে সমস্ত নৃপতিরা তাদের প্রবল সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে পৃথিবীর দুঃখ উৎপাদন করেছে, তাদের বিনাশ করে শরণাগত ভক্তদের দুঃখ দূর করতে সমর্থ হয়েও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব রকম অপরাধে অপরাধগ্রস্ত কুরুদের বিনাশ করেননি।

- **ত্রিমদোৎপথানাং** – তিনটি মদের (গর্ব) দ্বারা উৎপথগামী।
  - **ধন, জন ও বিদ্যা।**

তাৎপর্য বিচার

- **ভগবান কেন কৌরবদের অন্যায় আচরণ সহ্য করেছিলেন ? (তাৎপর্য দ্রষ্টব্য)**
  - সমস্ত দুষ্কৃতকারীদের একত্রিত করার অপেক্ষা করছিলেন এবং
  - তাঁর ভক্ত ও সখা অর্জুনকে সেই যুদ্ধের নায়করূপে দেখতে চেয়েছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

ভগবান কেন কৌরবদের অন্যায় আচরণ সহ্য করেছিলেন ? ('সারার্থ দর্শিনী' ভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

📖 ৩.১.৪৪ — ভগবানের এই পৃথিবীতে আসার কারণ –

ভগবান গুণরহিত হওয়া সত্ত্বেও দুর্বৃত্তদের বিনাশের জন্য আবির্ভূত হন, কর্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও সকলকে আকর্ষণ করার জন্য তিনি তাঁর লীলাবিলাস সম্পাদন করেন। তা না হলে গুণাতীত পরমেশ্বর ভগবানের এই পৃথিবীতে আসার কি কারণ থাকতে পারে ?

তাৎপর্য বিচার

ভগবানের আবির্ভাব

- ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ (ব্রহ্মসংহিতা ৫/১)। তাঁর তথাকথিত জন্ম কেবল তাঁর আবির্ভাব মাত্র, ঠিক যেমন পূর্বদিগন্তে সূর্যের উদয় হতে দেখা যায়।
- কর্মের বিধি ভগবানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না।
- ভগবানের কার্যকলাপ এবং সাধারণ জীবের কার্যকলাপের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সর্বদা বিচারপূর্বক বিবেচনা করা উচিত। তাহলে ভগবানের অপ্রাকৃত পদমর্যাদা সম্পর্কে যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।
- তিনি তাঁর লীলাবিলাস করেন কর্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত সকল প্রকার মানুষদেরই আকর্ষণ করার জন্য।

📖 ৩.১.৪৫ — সেই ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে উদ্ধবকে অনুরোধ –

হে সখে! তাই দয়া করে সেই ভগবানের মহিমা কীর্তন কর, যাঁর মহিমা তীর্থস্থানসমূহে কীর্তিত হয়। তিনি অজ, তবুও ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শরণাগত শাসকদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর অনন্য ভক্ত যদুদের বংশে আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য বিচার

- ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে যখন শাসনকার্যে কোন রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তখন সেখানকার শাসকরা ভগবানকে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রার্থনা করেন, এবং ভগবান তখন অবতীর্ণ হন।
  - শ্রীমদ্ভাগবত ১.৩.২৮ – এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ
- **তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্য** – তাৎপর্য ১৭ দ্রষ্টব্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

প্রায় সকল তীর্থেই আমি অবগাহন করেছি, এখন তার সাফল্যলাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণের কীর্তিরূপ তীর্থামৃতে তুমি আমাকে নিমজ্জিত করাও।